কন্যা, তোমার মেঘবরণ কেশ

মৃদুল দাশগুপ্ত

পড়ার আগে ভাবো

যুগ যুগ ধরে এই বিশ্ব প্রকৃতি কবির কাব্যে নারীরূপে প্রকাশিত হয়ে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। কখনও তার শাড়ির রং এ ধূসর আকাশের ছায়া কখনও বা কালো মেঘ তার কেশগুচ্ছ। তোমাদের মনোজগতে এই অপরূপ বিশ্ব প্রকৃতির স্থান কতটুকু ?

কুঁচবরণ কন্যা, তোমার
মেঘবরণ কেশ
আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে দাও
ভাসুক বঙ্গদেশ।

সেলেট রঙের শাড়ি তোমার
চওড়া জড়ির পাড়
বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে
তৈরী গলার হার।

টাপুর টুপুর নূপুর ধ্বনি
বাজুক আশে পাশে
মাটির সোঁদা গন্ধ ছড়াক
ব্যাঙের ছাতা ঘাসে।

আষাঢ় এল, তাও এলে না
কন্যা, কোথায় আছো ?
বৃষ্টি ধারায় নামো এবার
উঠোন জুড়ে নাচো ।

শুকিয়ে কাঠ, আমি তো গাছ
জ্বলন্ত ডালপালা
স্নান করিয়ে দাও আমাকে
ঘোচাও আমার জ্বালা ।

জেনে রাখো

কুঁচবরণ — কুঁচের মতো বর্ণ যার । কুঁচ এক ধরণের উজ্জ্বল লাল রঙের বীজ ।

কাব্য পরিচয়

কবির কল্পনায় বর্ষা এক চঞ্চলা কন্যা । কালো মেঘ তার কেশরাশি । অঙ্গে মেঘলা ধূসর রং এর শাড়ি, মালার মত বিদ্যুৎ যেন তার গলার হার, বৃষ্টির শব্দ যেন কন্যার পায়ের নূপুর ধ্বনি । গ্রীষ্মের তাপে দগ্ধ গাছপালা বৃষ্টি ধারায় শীতল হওয়ার জন্য কন্যারূপী এই বর্ষাকে ব্যাকুলভাবে আহ্বান জানিয়েছেন । প্রকৃতিকে এমন নিবিড় করে পাওয়ার এ ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে কবি হৃদয়ের ব্যাকুলতাই মূর্ত হয়ে উঠেছে ।

পাঠবোধ

খালি জায়গায় সঠিক উত্তরটি লেখো

1. কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ ..... ।

(কেশ, বেশ)

2. বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে তৈরি কন্যার ..... ।

(গলার হার, হাতের চুড়ি)

3. ..... এলো, তবু কন্যা এলো না ।

(বৈশাখ, আষাঢ়)

4. আমি গাছ, জ্বলন্ত আমার .....।

(ডালপালা, আশপাশ)

অতি সংক্ষেপে লেখো

5. কন্যার গলার হার কী দিয়ে তৈরি ?
6. কন্যার শাড়ির বিশেষত্ব কী ?
7. মাটির সোঁদা গন্ধ কোথায় ছড়িয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে ।
8. উঠোন জুড়ে কার নাচার কথা কবিতাটিতে বলা হয়েছে ?

সংক্ষেপে লেখো

9. কন্যারূপী বর্ষাকে সারা আকাশ জুড়ে কী ছড়িয়ে দিতে বলা হয়েছে ? তাতে কী ভেসে যাবে ?
10. 'আষাঢ় এল, তাও এলো না' – কে এলো না ?
11. গাছ নিজের জ্বালা জুড়াবার জন্য কাকে এবং কেন আহ্বান জানাচ্ছে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

12. কবির কল্পনায় বর্ষার যে চঞ্চল রূপ ধরা পড়েছে, তা তোমার ভাষায় লেখো ।
13. 'কন্যা, তোমার মেঘবরণ কেশ' কবিতাটি প্রকৃতি প্রেমের এক শ্রেষ্ঠ কবিতা । এতে প্রকৃতি কিভাবে এক চঞ্চলা কন্যার সঙ্গে এক হয়ে গেছে – তা লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লিখে বাক্য রচনা করো

দ্বেষ,	দেশ	হার,	হাড়
ধনী,	ধ্বনি	জ্বালা,	জালা
সারা,	সাড়া		

2. বহুপদের একপদে পরিবর্তন করো

যা অর্জন করা হয়েছে,	প্রকৃতি সম্বন্ধীয়
যে জমির উৎপাদন করার শক্তি নেই,	কাঠের দ্বারা নির্মিত

3. নিচের প্রবাদবাক্য গুলির অর্থ স্পষ্ট করে বাক্য রচনা করো

দশের লাঠি একের বোঝা

চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

4. দেশি শব্দ কাকে বলে ? পাঁচটি দেশি শব্দের উদাহরণ দাও ।